নতুন শতাব্দীতে ২০০০

ফরিদুর রেজা সাগর

যখন প্রথম শুনলাম নতুন পত্রিকার নাম হবে ২০০০, তখন একটু খটকা লেগেছিল। ২০০০ সাল আগমন উপলক্ষে সব স্থানে নতুন শতককে স্বাগত জানানোর জন্য অনেক রকম অনুষ্ঠান ছিল, আয়োজন ছিল, কথাবার্তা ছিল। অনেকেরই মনে থাকতে পারে, ১৯৯৯ সালের শেষ দিনটা ২০০০ সালকে বরণ করার দিন হবে, না ২০০০ সালের শেষ দিনটা নতুন শতক বরণের শেষ দিন হবে- এই নিয়ে ছিল বেশ বিতর্ক। তবে আমরা দু'বারই নতুন শতক বরণের অনুষ্ঠান উদযাপন করেছি। তারপর আবার যথারীতি সবকিছু ভুলে যাওয়া। সে হিসেবে ২০০০ স্থায়ী কোনো কিছুর নাম হতে পারে- এমন ব্যাপারটা সহজে মেনে নেয়া যাচ্ছিলো না। আর তারপর ২০০০ পত্রিকাটি মূলত বিচিত্রার শাহাদত চৌধুরী এবং বাকি বিচিত্রা সঙ্গীদের নিয়ে বেরুচ্ছে- তাহলে পত্রিকার নামের সঙ্গে বিচিত্রা ব্যাপারটা থাকবে, এমন সনাতন ধারণা সবার ছিল। তবে সেই সঙ্গে একটা কথা মনে উঁকি দিচ্ছিলো, যখন প্রথম বিচিত্রা প্রকাশের পাক-আমলে মিটিং হচ্ছিলো তখন দু-একটা আলোচনায় আমিও ছিলাম। সেই সময় মনে হয়েছিল, এই ধরনের একটা আলাদা মেজাজের পত্রিকা যেটা দেশও হবে না, চিত্রালীও হবে না, তা কি এ দেশে চলা সম্ভব? কিন্তু 'বিচিত্রা' প্রমাণ করেছিল স্বদেশে এবং বিদেশে এ ধরনের একটি পত্রিকা কত জনপ্রিয়?

সুতরাং ২০০০ নামটা যখন তারা ঠিক করেছে তখন নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তে করেছে। আজকে ২০০৩-এর প্রায় মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায় নামটি শুধু চমক সৃষ্টি নয়, আসন গেড়ে নিয়েছে মানুষের মনেও। যেখানে সাল দিয়ে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের নাম রেখে পরে অনুষ্ঠানের নাম পাল্টাতে হয়েছে, সেখানে পত্রিকার নাম ২০০০ রাখার পরও মানুষের মনে স্থায়ী দাগ রেখেছে।

এই সাফল্য যেমন ২০০০ পরিবারের প্রাথমিক পরিকল্পনায় যারা জড়িত ছিলেন তাদের এবং একই সঙ্গে শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে যে তরুণরা যোগ দিয়েছে তাদেরও। দুই যুগ আগে যে ঢঙে, যে আঙ্গিকে বিচিত্রা প্রকাশিত হয়েছিল সেই ঢঙ এবং আঙ্গিককে ব্যাহত না করে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পাতা ভরিয়ে তোলার যে দক্ষতা এই তরুণ বাহিনী দেখিয়ে যাচ্ছে সেটা তিন প্রজন্মের কাছেই ঈর্ষণীয় উদাহরণ হতে পারে।

বিচিত্রায় যেমন চিঠিপত্র বিভাগে পাঠকদের নানা ধরনের চিঠি পড়ার অভ্যেস ছিল, একই রকম অভ্যেস পাঠকদের রয়ে গেছে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাতা উল্টালে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে বিচিত্রা যে সেতুবন্ধ রচনা করেছিল সেই সেতুবন্ধ আরো বিস্তৃতি পাচ্ছে সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে।

৮০-র দশকের শুরুতে দেশ বা প্রবাস থেকে যারা একসময় বিচিত্রায় লিখতেন, অনেকেরই সেই সময়কার কিশোরবেলার স্মৃতি আজ পরিণত বয়সে ২০০০-এর এগিয়ে যাবার পথের সহায়ক।

প্রচ্ছদ থেকে শুরু করা যাক ২০০০ নিয়ে কথা। যেহেতু ২০০০ সপ্তাহান্তে বের হয় সেহেতু ২০০০-এ শুরুতেই থাকে সাপ্তাহিক সংবাদ। চলমান ঘটনার ওপর ২০০০ জোর দেয় বেশি। প্রচ্ছদে থাকে বেশির ভাগ সময় চলমান ঘটনার চিত্রমালা। চলমান ঘটনাকে অর্থাৎ যে ঘটনাটি ইতিমধ্যে দৈনিক পত্রিকায় পাঠকেরা পড়ে ফেলেছে, সেই ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধিৎসু রিপোর্ট কিংবা ঘটনার নেপথ্যের ঘটনা যেভাবে প্রচ্ছদ কাহিনী তৈরি করা হয় তা যে কোনো পাঠককে আলোড়িত করে।

এই প্রচ্ছদ কাহিনী তৈরি করতে গিয়ে এক সময় বিচিত্রায় যারা লিখতেন তারা যে রকম বিস্তারিত এবং আকর্ষণীয়ভাবে প্রচ্ছদ কাহিনী লিখতেন, সেই একই ধারা এখনও অব্যাহত রেখেছে তরুণ প্রজন্মের সাংবাদিকেরা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো আরেকটি বিষয় হলো- পেশাদার সাংবাদিকরাই যে প্রচ্ছদ কাহিনী লিখবে এই ধারণা বিচিত্রা যেমন ভেঙেছে- ২০০০ তেমনই অব্যাহত রেখেছে।

> আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে পত্রিকারও যে যুক্ত হওয়া উচিত টেলিভিশনের সঙ্গে, ইলেক্ট্রনিক্স মাধ্যমের সঙ্গে, মুদ্রণ শিল্পের সংযোগ কতোখানি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারে সে ব্যাপারেও ২০০০ পিছিয়ে থাকেনি। মোবাইল ফোনকে কিভাবে পাঠকদের সঙ্গে প্রিন্ট মাধ্যমে ব্যবহার করা যায় কিংবা স্যাটেলাইট চ্যানেলকে কিভাবে একটি পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যায় সে ব্যাপারে বড় উদাহরণ রেখেছে ২০০০। গ্রামীণফোনের টেক্সট ম্যাসেজ নিয়ে পাঠকদের অংশগ্রহণ কিংবা ২০০০-এ গল্প লিখে চ্যানেল আইতে নাট্যকার হোন- এইসব নিত্যনতুন বৈচিত্র্য ২০০০-এর পাঠকদের জন্য এক দুর্দান্ত আকর্ষণ

এই মুহূর্তে নির্বাহী সম্পাদক মোহসিউল আদনান পুরোদস্তুর একজন সংবাদপত্রকর্মী হিসেবে পরিচিত হলেও লেখাপড়ায় তিনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।

বহু বছর আগে বিচিত্রায় লিখতেন ইফতেখারুল ইসলাম। অনেকেরই মনে থাকতে পারে, বাংলাদেশের পানি এবং বাংলাদেশের মিষ্টির ওপর দুটি অসাধারণ প্রচ্ছদ রচনা করেছিলেন। বর্তমানে ভদ্রলোক এভেনটিস-এর মতো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন। ইফতেখারুল ইসলাম ছাড়াও বিচিত্রায় লিখেছেন কিন্তু জীবনে তারা পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন অন্যকিছু- এমন কথা অনেকের বেলায়ই প্রযোজ্য।

এর একটা বড় কারণ ২০০০-এর

এই সাফল্য যেমন ২০০০ পরিবারের প্রাথমিক পরিকল্পনায় যারা জড়িত ছিলেন তাদের এবং একই সঙ্গে শাহাদত চৌধুরীর সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ে যে তরুণরা যোগ দিয়েছে তাদেরও। দুই যুগ আগে যে ঢঙে, যে আঙ্গিকে বিচিত্রা প্রকাশিত হয়েছিল সেই ঢঙ এবং আঙ্গিককে ব্যাহত না করে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে পাতা ভরিয়ে তোলার যে দক্ষতা এই তরুণ বাহিনী দেখিয়ে যাচ্ছে সেটা তিন প্রজন্মের কাছেই ঈর্ষণীয় উদাহরণ হতে পারে।

সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী খুব ভালোভাবে বোঝেন কাকে দিয়ে কতটুকু লেখানো যায়। এ জন্য বিচিত্রা যেমন বছরের আলোচিত চরিত্র নিয়ে সাহস করে কারো কথা লিখতে পারে, তেমনই সত্য প্রকাশে ২০০০ এখনও পিছিয়ে থাকে না। কিছুদিন আগে ২০০০-এর প্রধান প্রতিবেদক গোলাম মোর্তোজার 'হত্যাকারী পুলিশ' এই প্রতিবেদন সাহসের প্রতিচ্ছবি। কাজলের হুন্ডি... এইসব প্রতিবেদনে সৎ, সাহসী ভূমিকা ২০০০-এর প্রধান ব্যাপার।

ছোট খবরকে কিভাবে বড় খবরে নিতে হয় এবং এই ছোট খবরকে বড় খবরে রূপান্তর করতে গিয়ে বাহুল্য কোনোকিছু যোগ না করে, গসিপ কোনোকিছু যোগ না করে শুধু সত্য ঘটনাকে মুখ্য রেখে কিভাবে পাঠকদের প্রতি, দেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা যায় সেই জাদু শাহাদত চৌধুরী সবাইকে শিখিয়ে দিয়েছেন। যে কারণে তার টেবিলের সামনে মানুষগুলো পাল্টাচ্ছে কিন্তু পাঠকদের কাছে রয়ে যাচ্ছে সেই একই ছবি।

আকাশ সংস্কৃতির এই যুগে পত্রিকারও যে যুক্ত হওয়া উচিত টেলিভিশনের সঙ্গে, ইলেক্ট্রনিক্স মাধ্যমের সঙ্গে, মুদ্রণ শিল্পের সংযোগ কতোখানি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারে সে ব্যাপারেও ২০০০ পিছিয়ে থাকেনি। মোবাইল ফোনকে কিভাবে পাঠকদের সঙ্গে প্রিন্ট মাধ্যমে ব্যবহার করা যায় কিংবা স্যাটেলাইট চ্যানেলকে কিভাবে একটি পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া যায় সে ব্যাপারে বড় উদাহরণ রেখেছে ২০০০। গ্রামীণফোনের টেক্সট ম্যাসেজ নিয়ে পাঠকদের অংশগ্রহণ কিংবা ২০০০-এ গল্প লিখে চ্যানেল আইতে নাট্যকার হোন- এইসব নিত্যনতুন বৈচিত্র্য ২০০০-এর পাঠকদের জন্য এক দুর্দান্ত আকর্ষণ। আর এই আকর্ষণ তৈরি করার জন্য যে দলটি অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে তাদের জন্য নিরন্তর অভিনন্দন। একই সঙ্গে শাহাদত চৌধুরীকেও অভিনন্দন জানিয়ে একটা কথা জানতে চাই, ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের শেষে কিংবা আগস্ট মাসের শুরুর দিকে কাজী আনোয়র হোসেনের লেখা যে গল্পটি তিনি ছেপেছিলেন বিচিত্রায়, সেই গল্পটি তিনি কি কোনোকিছু ভেবে ছেপেছিলেন?

আশা করি, দূরদর্শী সম্পাদক আমার এই প্রশ্নটির জন্য অন্যরকম কিছু ভাববেন না! কারণ বহু বছর আগে সেগুনবাগিচার একটি হাইজ্যাকের ঘটনার পরপর কি ঘটেছিল কাজী আনোয়ার হোসেনের ক্যামেরায় তোলা ছবি এবং লেখা ছাপতে তিনি যেমন দ্বিধা করেননি তেমনই এখনো ২০০০-এর পাতায় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব ছেড়ে সত্যটাই থাকে, পাঠকের মনের কথাই থাকে। এটাই সত্যি।

তাই আশা করবো, আরেকটা শতাব্দী যখন আসবে তখন ২০০০ থাকবে, গৌরবময় স্মৃতি থাকবে।